# ১৯৫৬ সালের সংবিধান

সৈয়দ নাঈমুর রহমান সোহেল

প্রভাষক

সিএমএস

বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

# ভূমিকা

- ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর একটি গণপরিষদ গঠিত হয়। গণপরিষদের ওপর পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু গোড়া থেকে পাকিস্তানে যে ধরনের রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করা হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এলিট শ্রেণীর যেকোনো প্রকারে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তাতে করে সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া বিলম্বিতই হতে থাকে। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করে অবশেষে দীর্ঘ ৯ বছর পর ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে গণপরিষদের প্রণীত সংবিধান কার্যকর হয়। এটি পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান। এই সংবিধান ছিল সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে সংবিধানটি পাকিস্তানিদের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হলেও পাকিস্তান এর কতটা ধারণ করতে পেরেছিল তাতে সন্দেহ আছে। বিশেষ করে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার জনগণের হতাশ হবার অনেক কারণ ছিল। বৃহৎ আকারের সংবিধানটির সুক্ষ্ম বিশ্লেষণে অনেক অসঙ্গতি ধরা পড়ে।

# ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ধারা বৈশিষ্ট্য

- পাকিস্তানের সংবিধান ছিল একটি লিখিত সংবিধান। এই সংবিধানের-
- প্রস্তাবনা-১টি
- তফসিল-৬টি
- অনুচ্ছেদ- ১৩টি এবং
- ধারা-২৩৪টি

**১. ইসলামী প্রজাতন্ত্র :** '৫৬ সালের সংবিধান অনুসারে পাকিস্তানকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন নিষিদ্ধ হয় এবং রাষ্ট্রপতি মুসলমান হবেন এ শর্ত যুক্ত করা হয়।

**২. যুক্তরাষ্ট্র:** পাকিস্তান হবে একটি যুক্তরাষ্ট্র এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিকসরকারের ভেতর ক্ষমতা ভাগ করে দেয়া হয়। ক্ষমতার ক্ষেত্রে তিনটি ভাগ দেখা যায় একটি কেন্দ্রীয় সরকারের, একটি প্রাদেশিক সরকারের এবং একটি ছিল যুগ্ম তালিকাভূক্ত।

**৩. সংসদীয় সরকার:** কেন্দ্রে এবং প্রদেশে সংসদীয় প্রকৃতির বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক প্রধানে পরিণত করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ তাদের কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী ছিলেন।

**৪. এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা:** পাকিস্তানে গোড়া থেকেই যদিও দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা নিয়ে আলোচনা চলছিল, শেষ পর্যন্ত দেশে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তিত হয়। ১০ জন মহিলা সদস্যসহ মোট ৩১০ সদস্যের পার্লামেন্ট গঠনের কথা বলা হয়। সংখ্যাসাম্য নীতির ভিত্তিতে আসন বন্টন করা হয়।

**৫. রাষ্ট্রভাষা:** বাংলা এবং উর্দু উভয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়।

**৬.প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন:** ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানে পরিস্কার ভাষায় প্রাদেশিক কার্যাবলী নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রদেশ পরিচালনার জন্য প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদ, আইন পরিষদ প্রভৃতির বিষয়ে ¯পষ্ট বিধান ছিল।

**৭. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা:** বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করার কথা বলা হয়। একই সঙ্গে বিচার বিভাগকে সংবিধানের রক্ষকের দায়িত্ব দেয়া হয়। একটি সুপ্রিম কোর্ট এবং প্রদেশগুলির জন্য আলাদা হাইকোর্টের বিধান রাখা হয়।

**৮. মৌলিক অধিকার:** সংবিধানে নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। মৌলিক অধিকারসমূহ বিধিবদ্ধ করে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা এবং এর জন্য আদালতের দ্বারস্থ হবার সুযোগ তৈরি করে দেয়া হয়।

**৯. স্বাধীন নির্বাচন কমিশন:** পাকিস্তান যেহেতু গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার দ্বারা শাসিত হবে সেহেতু সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থা রাখা হয়।

**১০. সংবিধান সংশোধন:** ১৯৫৬ সালের সংবিধানে সংশোধনের যে ব্যবস্থা রাখা হয় তাকে নমনীয় বলা যায়। সাধারণ সংশোধনীসমূহ সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি নিয়ে সংবিধান সংশোধন করার ব্যবস্থ ছিল। তবে উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতির সম্মতি নেবার প্রয়োজন ছিল।

# পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া

- পাকিস্তানের শুরু থেকে একটি সংবিধান এবং সাংবিধানিক শাসনের জন্য পূর্ব বাংলার মানুষ দাবি জানিয়ে আসলেও '৫৬ সালের সংবিধান তাদের আকাঙ্ক্ষার যথার্থ প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। সুতরাং এ বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল অনেকটাই নেতিবাচক।
- কিন্তু একথা ঠিক পূর্ব বাংলার দীর্ঘদিনের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, সংসদীয় ব্যবস্থা, প্রাদেশিক ক্ষমতায়ন এবং রাষ্ট্র ভাষার দাবি এই সংবিধানের মাধ্যমে পূরণ হয়েছিল। ক্ষমতাসীন এলিট শ্রেণীর ষড়যন্ত্রের ভেতর এটি কতটা কার্যকর করা সম্ভব হবে তা নিয়ে সন্দেহ তো ছিলই, একই সঙ্গে নতুন কিছু উপাদান যোগ হয়ে সংবিধান বিষয়ে পূর্ণ বাংলার প্রতিক্রিয়া নেতিবাচক হয়ে পড়ে।
- সংবিধান প্রণয়ন করলেও যখন দেখা যায় পূর্ব বাংলার নাম বদলিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান' করা হয়েছে, জনসংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দেয়া হয়নি। পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে এক এক ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করে সংখ্যা সাম্যনীতি গ্রহণ করা হয়েছে তখন স্বভাবতই এ সংবিধান আর পূর্ব বাংলার মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য থাকেনি।

# পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া

- সংবিধান পাস করার দিন এ সংবিধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল কিন্তু এ. কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে মত এর মিল না থাকাতে সংবিধান বিরোধী আন্দোলন বিশেষ জোরদার হয়নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, '৫৬ সালের সংবিধান বিষয়ে পূর্ব বাংলার মানুষের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ছিল নেতিবাচক।
- সুতরাং অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করে যে সংবিধান ১৯৫৬ সালে প্রণয়ন করা সম্ভব হয় সেটি দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। সংবিধানটি বিভিন্ন চক্রান্তের কারণে কার্যকরও করা যায়নি। একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার আগেই সামরিক শাসন জারি করে সংবিধানকে অকার্যকর করা হয়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হয় বাধাগ্রস্ত। শুরু হয় পাকিস্তানের ইতিহাসে সামরিক শাসন।